‘বন্যা-নিয়ন্ত্রণ’ নামধারী একটি ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি

-মোঃ আনিসুর রহমান

বাংলাদেশের জনগণের জীবনে বন্যা একরকম নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতিবছরই অল্পবিস্তর এর সঙ্গে দেখা হয়। কোন কোন বছর প্রবল অতিথি হিসাবে এসে সবকিছু ভাসিয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সাহায্য আসে, তার সঙ্গে বিদেশী কনসাল্‌টেন্ট্‌ অনেক। এইসব দেশী-বিদেশী সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং প্রশাসকদের জ্ঞান ও উদ্যোগ জড়ো করে বন্যা প্রতিরোধের জন্যে বাঁধ, পোল্ডার ইত্যাদি নানা ধারনের নির্মাণকার্য শুরু হয়।

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের বিরাট বন্যার পরেও এইরকম তোড়জোড় করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এক মহাপরিকল্পনা (Flood Action Plan) নেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য আরো দাতা সরকারের সম্মতিক্রমে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাগুজে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যদিও কাজ মন্থরগতিতে এগোচ্ছে।

স্বপন আদনান ও তাঁর সহকর্মীদের Floods, People and the Environment (Research & Advisory Services, Dhaka, July 1991) নামক গবেষণা রিপোর্টে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে পরিকল্পনাটির গভীর পুণর্বিচারের সুপারিশ করা হয়েছে। এর কারণ আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বন্যানিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি ও বিগত বছরসমূহের বন্যা প্রতিরোধ প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা যা এই রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট, গবেষণাপত্র এবং সরকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দলিলপত্র যা পাওয়া গেছে তার ওপর ভিত্তি করে আদনান ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের এই গবেষণাটি দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি ও তার প্রক্রিয়াসমূহ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক জীবন ও পরিবেশের ওপর এই সংস্কৃতি ও প্রক্রিয়াসমূহের মারাত্মক ক্ষতিকর অবদান মেলে ধরেছে।

এই সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রধানত : বিদেশী সাহায্যে অর্থায়িত এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য সম্বলিত কর্মকান্ড বোঝা; গ্রামাঞ্চলে সুস্থ পরিবেশ রক্ষার বিবেচনা অগ্রাহ্য করেই বাঁধ-পোল্ডার জাতীয় নির্মাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়া; এসমস্ত প্রকল্পের কার্যকারিতা (feasibility) যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই এগুলি তাড়াহুড়ো করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষভাবে বাস্তবায়িত করা, যার ফলে এ–ধরণের বাঁধ–পোল্ডার বা স্লুইস গেট অচিরেই অকেজো হয়ে মারাত্মক জলফাঁদ (water trap) সৃষ্টি করে এবং যার ফলে জনবসতি, কৃষি ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতিসাধন হয়; জলনিয়ন্ত্রণ কাঠামোর এসব ত্রুটি সময়মতো মেরামত কার্য করতে অবহেলা করা; শহরাঞ্চলেও অদক্ষ

নির্মাণকার্য বাস্তবায়িত করা যা প্রকৌশলীগত দিক দিয়ে অদক্ষ ও দায়িত্বহীন এবং যা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও বিত্তহীন জনবসতিকে বন্যা থেকে প্রতিরক্ষার বিবেচনা অবহেলা করে, এবং যাতে কয়েকমাসের মধ্যে ভাঙ্গন বা ফাটল ধরতে শুরু ক'রে পানি প্রবেশের মারাত্মক হুমকি দেখা দেয় এবং পরিবেশ বিনষ্টকারী দুষনজট সৃষ্টি হয়। এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্মাণকার্য বন্যার কবল থেকে জনজীবন ও মূল্যবান কৃষি, শিল্পসম্পদ ও পরিবেশ বাঁচাবার পরিবর্তে এদের যে অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে তার বিস্তারিত বিবরণ এই গবেষণাটিতে রয়েছে। একদিকে দীর্ঘমেয়াদী, অনেক ক্ষেত্রে অপুরণীয়, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সাধন হয়; আর একদিকে জনজীবনে তাৎক্ষণিক যে ভয়াবহ দুর্যোগ আসে তার প্রধান শিকার হয় অগণিত বিত্তহীন জনগণ, যাদের মানুষের মতো বাঁচবার জন্য প্রায় সমস্ত ব্যাক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ (common property resources) বিদ্ধস্ত বা হাতছাড়া হয় এবং এরূপ অনেক সামাজিক সম্পদ ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়ে গিয়ে মৃত্যু, অনাহার বা অসম্ভ্রমময় জীবনের দিকে তাদের ঠেলে দেয়া। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জীবনে এই বিপর্যয়ের গভীরতা উপলব্ধির বাইরে।

এইভাবে "বন্যা নিয়ন্ত্রণের" নামে একটি সংস্কৃতি তথাকথিত একটি "উন্নতিশীল" দেশকে অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং জনজীবন ও জনশক্তির দিক থেকে ক্রামগত আরো অনুন্নত করে তুলেছে। আলোচ্য গবেষণাটি এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাঠকের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

অপরদিকে এই সংস্কৃতি থেকে একটি গোষ্ঠী সরাসরি সীমাহীন লাভ করে চলেছে দেশকে এইভাবে নীচের দিকে ঠেলে দিয়ে। এই গোষ্ঠীতে আছেন উপরোক্ত বিদেশী কনসালটেন্টরা ও তাঁদের সঙ্গে দেশের যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসকরা কাজ করছেন তাঁরা, ব্যবসায়ীরা আর কন্ট্রাকটাররা। আদনান ও তাঁর সহকর্মীদের এই গবেষণাটি একটি ভয়াভহ সত্যের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে দিচ্ছে – বন্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ন্যস্ত অথবা সম্পৃক্ত এই শ্রেণীটির মূল লক্ষ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয় – বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে যে অর্থ প্রধানত: বিদেশী সূত্র থেকে বরাদ্দ হয় তা বিভিন্ন ছলে ও ক্ষমতার বলে আত্মসাৎ করা। বলাবহুল্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বিভিন্ন নির্মাণকায্যের ব্যর্থতাও এই কারণেই। এই প্রকল্পসমূহের নক্শা অঙ্কন থেকে শুরু করে তার "বাস্তবায়ন", এবং তারপর তার ব্যর্থতার ফলজনিত দুর্যোগের মোকাবিলায়র জন্যে প্রাপ্ত রিলিফের অর্থ ও সম্পদের বন্টনের প্রক্রিয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির প্রক্রিয়াগুলি কীরূপ তার বিশ্লেষণ রয়েছে এই রিপোর্টে। এই ধরণের দুর্নীতি অবশ্য আজকে দেশের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক "উন্নয়ন" ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মূল সংস্কৃতি; কিন্তু তবুও বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো একটি মানবিক দায়িত্বে নিয়োজিত বিদেশী ও দেশী বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রশাসক ও কন্ট্রাকটরদের ব্যক্তি পুঁজিবৃদ্ধির প্রেরণায় মানুষের জীবন বিপন্নকারী এবং দেশের মানবিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত জীবনীশক্তি ধ্বংসকারী চরিত্রের সঙ্গে এই সাক্ষাত পরিচয় একটি গভীর অভিজ্ঞতা।

এই সঙ্গে গবেষণাটিতে রয়েছে ধ্বংসলীলার হাত থেকে জনজীবন, অর্থনীতি ও পরিবেশ বাঁচাবার জন্য সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত ও সম্মিলিত উদ্যোগের কথা, যে উদ্যোগে প্রশাসন সাধারণত: সাড়া দেয় না – বরঞ্চ, এরূপ উদ্যোগ বিনষ্ট করতেই চেষ্টা করে (উদাহরণ: বিল ডাকাতিয়ার মহা-

সমাবেশ)। এই ধরণের গণ উদ্যোগের সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মিলনের মধ্যেই সত্যিকারের কার্যকরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব এটি এই গবেষণার একটি মুল প্রস্তাব।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতো জাতির জীবন–মরণের এতো বড়ো একটি প্রশ্ন দেশী ও বিদেশী ব্যাক্তিস্বার্থ লালসার হাতে ছেড়ে দিয়ে জাতি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না – এতোদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আদনান ও তাঁর সহকর্মীদের এই গবেষণা থেকে এটিই মূল শিক্ষা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সমস্ত জাতিকে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে, দেশের বৃহত্তর বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণ সবাইকে, যাতে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী দেশকে ধ্বংস করে নিজেদের লাভবান করবার অমানবিক প্রয়াস চালাতে না পারে। এর জন্য সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে যে চেতনা সঞ্চারিত করা প্রয়োজন এই সমাজ ও পরিবেশ–সচেতন গবেষণাটি এ ব্যাপারে অত্যান্ত মূল্যবান অবদান রাখতে পারে যদি এটি সহজ বাংলায় অনুদিত হয়ে দেশের সার্বিক জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়।

প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক সংবাদ ১৯৯১।